IOLATE

Registered No. 35.

অমৃতবাজারপত্রিকা

৬ষ্ঠ ভাগ { কলিকাতাঃ— ২২এ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, সন ১২৭৯ সাল। ইং ৩ রা এপ্রেল, ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। } ৮ম সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন।

নয়শো রূপেয়া।

নাটক।

অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য। মূল্য একটাকা। ডাক মাশুল ৴০ আনা।

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.

(BEING ACT No. OF 1872.)

WITH

Notes consisting of copious apt extracts from Text Writers, numerous illustrative cases both Indian and English, appropriate quotations from the reports of the Select Committee and other sorts of explanatory remarks and comments.

INTO WICH IS INCORPORATED

THE INDIAN EVIDENCE ACT AMENDMENT ACT,

AND TO WHICH IS APPENDED

THE INDIAN OATHS ACT.

BY

KISHORI LAL SARKAR, M. A. B. L.

Price Rs .4.

To be had at the Amrita Bazar Puttrika Office

—:::—

কুসুম কুমারী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ অল্প মূল্যে [৸৶০] বিক্রীত হইতেছে। মফস্বলের ডাক মাশুল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার রাজ বাটিতে আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ।

বাল চিকিৎসা।

১ম খণ্ড— মূল্য ডাক মাশুল সহ ৫৷৷০ টাকা দুই শতাধিক ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রিসক্রিপসন্ সহিত ৫০০ পৃষ্ঠায় অতি সরল ভাষায়, নেটিভ্ ডাক্তার এবং গৃহস্থদিগের ব্যবহারার্থে কান্দি দাতব্য চিকিৎসালয়ের সব্ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। এক আনা ডাক মাশুল পাঠাইলে সূচীপত্র দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

লালবাজার, হিন্দুহষ্টেল।

THE NEW INDIAN GEOGRAPHY
or
A Guide to the Map of India.
Designed for Schools in India.
by
Kali Dass Mookerjea.
Head Master Gvt. School Faridpore.
Price Four Annas only.
To be had at Kader Nath Chatterjea's Book-Shop, 54, College Street, Calcutta.

কলিকাতা।

বিডন স্কোয়ারের উত্তর ৯৬ নং বাটী।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার প্রিজারভার।

অর্থাৎ

[যুবা ও মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্লবর্ণ কেশ যদ্দ্বারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ ঘন ও পুষ্ট হয়।]

ইহার মূল্য প্রতি সিসি ,, ,, ,, ,, ১ টাকা

ডাক মাশুল ইত্যাদি ,, ,, ,, ,, ৷৷৶০ আনা

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড অর্শ, বহু মূত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

হিম সাগর তৈল।

যাহারা অতিশয় পীড়ার ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী।

ইহার প্রতিসিসির মূল্য ,, ,, ,, ১ টাকা।

ডাক মাশুল ইত্যাদি ,, ,, ,, ৷৷৶০ আনা

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

কলেরা ক্যাম্ফর।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক। মাত্রা একবিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মূল্য আদ ঔন্স সিসি বার আনা, এক ঔন্স সিসি একটাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১৷৷০ টাকা। ডাক মাশুল প্রত্যেকের চারি আনা।

"আমরা মহাত্মা ডেন সুইফ্ট বিরচিত "গেলিভার্স ট্রাভেল্" বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; গ্রহণেচ্ছুক মহোদয়গণ ২৯ নং মৃজাপুর ষ্ট্রিট "রায় যন্ত্রে" অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

অনুবাদকগণ।

ভবানীপুর }
১০ই চৈত্র ১৭৯৪ শক }

পৌরাণিক ভারতবর্ষ।

নয়খান রয়াল কাগজের মানচিত্র ও এক খান পৌরাণিক ভারতবর্ষের মানচিত্রবিশিষ্ট মানচিত্রাবলী মূল্য ৩ টাকা। ডাক মাশুল ৷০ আনা॥

মাধবমোহিনী।

উপরের লিখিত মাধবমোহিনী নামক গ্রন্থের কায়া ৩০০ পত্রের অধিক। মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল ৶০ আনা।

উপরের গ্রন্থদ্বয় কলিকাতার চিৎপুর রোডের ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোর মোহন ঘোষের নিকট প্রাপ্য।

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় একবার সেবনেই বিশেষ আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে॥ কলিকাতা চোরবাগান বি, এম সরকার কোম্পানির ডাক্তার খানায় প্রাপ্য। মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা।

ঔষধ সেবনের নিয়ম কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭ নং ভবনে ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

গুপ্ত যন্ত্র।

ছাপার কর্ম্ম ও খরচা অত্যন্ত সুলভ। আবশ্যক মত সে সমুদায় সকলকে জ্ঞাত করা যায়। সর্ব্ব প্রকার বাঙ্গালা পুস্তকও বিক্রয় হয়, তাহার তালিকাও প্রয়োজনানুসারে দেওয়া যায়।

রেলওয়ে দুর্ব্বিপাক।

জগতী ষ্টেশনে সম্প্রতি যে রেলওয়ে সংঘাত হইয়াছিল, ডেলিনিউস তৎ সম্বন্ধে লিখেন যে উক্ত সংঘাতে অনেক গুলি গাড়ি নষ্ট হইয়াছে এবং কত লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে তাহার নির্ণয় এখন পর্য্যন্ত হয়নাই। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন জগতীতে অতিসামান্য সংঘাত হইয়াছিল এবং কেবল দুই জন গুরুতর রূপে এবং ছয় জন লোক অতি সামান্য রূপে আহত হইয়াছে। এই রূপ জনরব যে উক্ত সংঘাতে ছয় খানি যাত্রীর গাড়ী চূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে যে সমুদায় লোক ছিল, তাহার অধিকাংশের মৃত্যু হইয়াছে। শ্যামনগরের দুর্ঘটনার সময় এইরূপ এক জনরব উঠে, গবরণমেণ্ট হইতে তদারক হয় এবং পেট্রিয়ট ও বাবু প্যারিচরণ সরকার বিপাদাপন্ন হন। কিন্তু যখন অনুসন্ধান হইল, তখন কিছুই প্রকাশ হইল না। সুতরাং জনরবের প্রতি আমরা তত বিশ্বাস করি না। আর আমরা যতদিন ইহার কোন বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ প্রাপ্ত না হইব, তত দিন ইহা আমরা বিশ্বাস করিব না। যেরূপ জনরব তাহা যদি সত্য হয়, তবে এই দুর্ব্বিপাকে অনেকের অনেক আত্মীয় স্বজনের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। এদেশীয়রা অস্বাভাবিক মৃত্যুকে গ্লানিসূচক মনে করেন এবং আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু লইয়া আন্দোলন করিতে মনে ভারি বেদনা পান। সুতরাং এই সকল ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদের বন্ধু বান্ধবের অপমৃত্যু প্রকাশ করিবেন না। যদি জগতীতে বাস্তবিক এইরূপ ভয়ানক কাণ্ড হইয়া থাকে, তবে ইহার নির্ণয় করা অতি কর্ত্তব্য। কোন একটী ঘটনার অত্যুক্তি বর্ণন করা মনুষ্যের স্বভাব। এবং সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ঘটনা সম্বন্ধে লোকে অত্যুক্তি করিতেছে। কিন্তু রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা স্বীকার করিতেছেন যে, সংঘাত হইয়াছিল এবং তাহাতে কয়েকজন আহত হয়। সুতরাং এবিষয়ে যে রেলওয়ে কোম্পানির কতকটা অপরাধ হইয়াছে, তাহা তাঁহারা আপনারাই স্বীকার করিতেছেন। শ্যামনগরে যখন বিপাক ঘটে, তখন পইণ্টস্ ম্যানের প্রতি কোম্পানি সমুদায় দোষ অর্পণ করেন। এবারও পইণ্টস ম্যানের উপর সমুদায় দোষ অর্পিত হইয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানি যে ইচ্ছা করিয়া এইরূপ সমুদায় বিপদজনক ঘটনার উৎপত্তি করেন, আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। তবে পইণ্টস ম্যানের তাচ্ছিল্যে অপরাধী কে? যখন পইণ্টস ম্যানের একটু ত্রুটী হইলে শত শত লোকের প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তখন এই রূপ গুরুতর কার্য্যের ভার একজন সামান্য লোকের হাতে ন্যস্ত করা কতদূর অন্যায়, তাহা বলা যায় না। আমাদের বিবেচনায় ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি যত দিন ডবল লাইন করিতে না পারেন, তত দিন পইণ্টস-ম্যানের ভারটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান আছে এরূপ কোন লোকের হাতে দেওয়া অতি কর্ত্তব্য। আবার রথের নীচে দুই জন মানুষ পড়িয়া হত হওয়ায় ক্যাম্বেল সাহেব রথ উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন, আমাদের ভয় হইতেছে পাছে তিনি জগতীর সংঘাতে দেশের রেলওয়ে উঠাইয়া দেন।

ইন্‌কম্‌ট্যাক্‌স ও রোডসেস।

আমরা গত সংখ্যক পত্রিকায় বলিয়াছি যে, ইন্‌কম ট্যাক্স উঠিয়া না গেলে রোড সেস রাখার পক্ষে গবর্ণমেণ্ট এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন না এবং সম্ভবতঃ এক সময় এই দুর্ব্বহ করটি উঠিয়া যাইত। অনেকে বলেন যে, রোড সেস উঠার সঙ্গে ইন্‌কম ট্যাক্সের কোন সম্বন্ধ নাই। ইন্‌কম্‌ ট্যাক্‌স প্রধান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত ও উহা ভারত বর্ষের সর্ব্ব স্থানের লোকদিগকে দিতে হয়। রোড সেস কেবল স্থানীয় কর, উহা বাঙ্গালায় প্রচলিত ও বাঙ্গালিদিগের ছাড়া আর কাহাকেও দিতে হইবে না। রোড সেস্ উঠাইলে শুদ্ধ বাঙ্গালিদিগকে উপকার করা হইত, কিন্তু ইন্‌কম্‌ ট্যাক্‌স উঠানতে সমুদায় ভারত বর্ষের লোকদিগকে কর পীড়া হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। অনেকে ইনকম ট্যাক্‌স ও রোড্‌ সেস সম্বন্ধে এইরূপ যুক্তি করেন। যাহারা এইরূপ যুক্তি করেন, তাহাদিগকে একটী বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যদিও রোড্‌সেস বাঙ্গালা ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে প্রচলিত নাই, কিন্তু অন্যাকারে ঐরূপ কর মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থলে প্রচলিত আছে। উহা দ্বারাও সাধারণ লোকের প্রতি বিস্তর অত্যাচার হয়। ইনকম ট্যাক্‌স দ্বারা যে অর্থ সংগৃহীত হইত, প্রধান গবর্ণমেণ্ট উহা যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে সকলের প্রদান করিতেন, তবে আর রোডসেস প্রভৃতি করের প্রয়োজন হইত না। ইন্‌কম্‌ ট্যাক্স যদি বজায় থাকিত, তবে কোন না কোন কালে গবর্ণমেণ্টকে এরূপ করিতে বাধ্য করার আশা করা যাইত। কিন্তু ইন্‌কম্‌ ট্যাক্‌স উঠিয়া যাওয়াতে আর সে আশা বিন্দুমাত্রও থাকিল না। অপিচ ইন্‌কম্‌ট্যাক্‌স ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, কিন্তু উহা কটি লোকের দিতে হইত? আর উহা যাহারা দিত, তাহাদিগের মধ্যে এমন একটি লোকও ছিল না যাহারা ঐ ট্যাক্‌স দিতে অপারগ। হাজার টাকা যাহার আয়, সে বিনা কষ্টে দশটি টাকা ট্যাক্‌স দিতে পারিত। এই ট্যাক্‌সটি সম্পূর্ণ ষোত্রবন্ত লোকদিগের উপরই পতিত হইত এবং পূর্ব্ব ২ বৎসর ইহার যে কোন দোষই থাকুক, যে অবস্থায় উহা রহিত হইয়াছে, তাহাতে কাহারই আপত্তি করিবার কারণ ছিলনা। এই ট্যাক্‌সের বিশেষ এই গুণ ছিল যে, উহা জিতও জেতৃ উভয় জাতির লোকদিগকেই দিতে হইত। ইংরেজেরা এখানে আসিয়া বিস্তর ধন উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা আমাদিগের দেশের অধিকাংশ ধন আত্মসাৎ করেন, অথচ গবর্ণমেণ্টকে কিছুই দেন না। তাঁহাদিগকে জমির খাজনা দিতে হয় না, লবণের ট্যাক্‌স প্রায় দিতে হয় না, ষ্টাম্পের ফি প্রায় দিতে হয় না, প্রায় কোনরূপ করের ধার তাঁহারা ধারেন না। ইন্‌কম্‌ট্যাক্‌স থাকাতে তাঁহাদের অর্থের কিয়দংশ রাজকোষে যাইত কিন্তু ইন্‌কম্‌ ট্যাক্‌স উঠিয়া যাওয়াতে তাঁহারা সকল প্রকার কর হইতে মুক্ত হইলেন, অথচ ইহা দ্বারা রাজস্বের যে ক্ষতি হইল তাহা আমাদের ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া পড়িল ও আমাদের রক্ত শোষণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট উহা পূরণ করিবেন। ইন্‌কমট্যাক্‌স উঠিয়া যাওয়াতে প্রধান গবর্ণমেণ্টের আয় কতকটা কমিয়া যাইবে তাহার সন্দেহ নাই। প্রধান গবর্ণমেণ্ট কাজে কাজেই স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে সেই পরিমাণে কম টাকা দিতে বাধ্য হইবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নিজের ব্যয় সংকুলান করিতে রোড্‌সেস প্রভৃতি করের রাহ বৃদ্ধি করিয়া প্রজার সর্ব্বনাশ করিবেন।

যাহাদের হাজার টাকার অধিক আয়, তাহাদিগকে বৎসর এক টাকা হারে ইন্‌কম্‌ ট্যাক্‌স দিতে হইত। কিন্তু যাহাদের এক বিঘা ভূমি আছে, একখানি কুটীর আছে, তাহাদিগকেও টাকায় দুপয়সা করিয়া রোডসেস দিতে হইবে।

দেশের বড় বড় গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, ব্যবসাদার প্রভৃতির ইনকম ট্যাক্‌স দিতে হইত। রোডসেস নিরীহ দরিদ্র প্রজা যাহাদের বৎসরের মধ্যে ৩ মাস উপবাস করিতে হয় তাহাদিগকে দিতে হইবে। ইনকমট্যাক্‌স হাজার লোকের মধ্যে একজনকে দিতে হইত। রোডসেস সাহেব ও ব্যবসায়ী লোক ভিন্ন আর সকলকেই দিতে হইবে, অর্থাৎ হাজারের মধ্যে ৯৯৯ জনকে দিতে হইবে।

ইন্‌কমট্যাক্‌স এখন ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের দিতে হইত বলিয়া এসেসরগণ অত্যাচার করিতে পারিতেন না। রোডসেস নিরুপায় দরিদ্র প্রজার দিতে হইবে এবং এই নিমিত্ত তাহাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার হইবে।

ইনকমট্যাক্‌স অধিকাংশ এরূপ লোকদের দিতে হইত যাহারা রাজধানীর নিকট অবস্থিতি করে, অথবা যাহাদের আমলা মোক্তিয়ার আছে।

রোডসেস অধিকাংশ এইরূপ লোকদিগকে দিতে হইবে যে, যাহারা আইন কানন জানে না, আদালত চেনে না, এবং চিরকাল অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছে, সুতরাং অত্যাচার হইলে তাহার প্রতিবিধান করিবার যত্ন তাহারা করিতে পারিবে না।

ইন্‌কম্‌ট্যাক্‌সের কাগজ পত্র প্রস্তুত করিতে যে সমুদায় অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা গতবৎসর শেষ হইয়াগিয়াছিল। রোডেসেসের অত্যাচার আরম্ভ হইল এবং ইহার দ্বারা সুদ্ধ কর সংগ্রহের ভয়ানক অত্যাচার হইবে না, ভূমি সম্পত্তি লইয়াও দেশে এত মকর্দ্দমা উপস্থিত হইবে যে, তাহার পরিণাম কি হয় তাহা আমরা অনুভবও করিতে পারি না।

ইন্‌কমট্যাক্স এসেসরগণ সংগ্রহ করিতেন। তাহারা ২৫০টাকা বেতন পাইতেন, ৯০ টাকা পাথেয় পাইতেন, সচরাচর প্রায় সুশিক্ষিত ছিলেন, তাহাদের কলেক্টর, কমিশনার, গবর্ণমেণ্ট, প্রভৃতির ভয় করিয়া চলিতে হইত। রোডসেস, জমিদারের নায়েব, গোমস্তা পাইক প্রভৃতি সংগ্রহ করিবে। ইহাদিগের ব্যবসায় অত্যাচার করা। জমীদারের সঙ্গে প্রজার এখন ঘোরতর বিচ্ছেদ ভাব। সম্ভবতঃ জমীদারেরা সেস আদায় ছলে প্রজাগণকে জব্দ করিয়া লইবেন। দ্বিতীয়তঃ সেসের আনুষঙ্গিক ঘরের ট্যাক্‌স অল্প বেতনের এসেসরগণ কর্ত্তৃক নির্ণীত হইবে।

ইনকম্‌ ট্যাকস অধিকাংশ সাহেবদিগের দিতে হইত। সাহেবেরা এদেশর প্রবল জাতি। তাহাদের টাকা দিতে হইত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যখন

কিসে কি ব্যয় করিলেন, তাহার হিসাব দিতে হইত। পূর্ব্বকার অনেক অপরিমিত ব্যয় কমিয়া ছিল। ইংলণ্ডে আয় ব্যয় অনুসন্ধানের নিমিত্ত একটী সভার সংস্থাপন হয়। সাহেবেরা আমাদের সঙ্গে একমিল হইয়া গবর্ণমেণ্টের দোষ প্রকাশ করিতেন। রোডসেস হওয়ায় সাহেবদিগের আর তত পয়সা গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে না, সুতরাং আর তাঁহারা আয় ব্যয় সম্বন্ধে কোথায় কি হইল কি না, তাহার অনুসন্ধান লইবেন না। আবার পূর্ব্বের মত অপরিমিত ব্যয় বাহুল্য হইবে। ইংলণ্ডে আর ভারতবর্ষের কথা কেহ বলিবে না। প্রজার স্কন্ধে ক্রমে ভার অর্পিত হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট পব্লিক ওয়ার্ক ও মিলিটারি বিভাগ দ্বারা সমুদায় অর্থ শোষণ করিবেন।

ইনকম্ ট্যাকস উঠিয়া রোডসেস্ থাকায় একটী উপকারি হইল। আমাদের মফস্বলবাসী দিগের কতক চৈতন্য হইল। তাঁহারা এবার বুঝিলেন যে, জগতের লোক কিরূপ স্বার্থপর। মফস্বলস্থ রাজনৈতিক সভার সভ্য গণের চৈতন্য হইল। তাঁহারা আর এরূপ গুরুতর বিষয় বোধহয় অপরের হস্তে দিয়া ক্ষান্ত হইবেন না।

আমরা এই পত্র খানি এ স্থলে গ্রহণ করিলাম ঃ—

মহাশয়, কিছু দিন হইল, হাবড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম খুরুট নামক গ্রামে একটী অতি অদ্ভুত ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তথায় ঈশ্বর পরামাণিক নামে একজন নাপিত বাস করে। সে তাহার প্রতিবেশিগণের হইতে সমধিক সম্পত্তিশালী এবং তাহাদিগের অনভিমত হইলেও স্বীয় ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পরাংমুখ হইত না বলিয়া, সকলের বিদ্বেষ ভাজন হয়। তাহারা অন্য কোন উপায়ে তাহার অনিষ্ট করিতে অসমর্থ হইলে “বলে যাহা সম্পন্ন না হয়, কলে কৌশলে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে,” ইহা মনে করিয়া কৌশল অবলম্বন করিল। ঐ পরামাণিকের এক[illegible] কন্যা আছে, তাহার চরিত্র বিশুদ্ধ ছিল না। সুতরাং ঐ কন্যাটিই তাহাদিগের দুরভিসন্ধি সম্পাদনের এক মাত্র প্রধান উপাদান হইল। তাহারা নানা রূপ কৌশল ও প্রলোভন দ্বারা কন্যাটিকে হস্তগত করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যায়. এবং লুকাইয়া রাখে। এইরূপে দুই তিন মাস গত হইল, কুতন্ত্রীদিগেরও প্রতারণা রূপ জাল বিস্তারের প্রকৃত সময় উপস্থিত হইল। তাহারা শিবপুরের ফাঁড়িতে আসিয়া ফাঁড়িদারের নিকট এজাহার দেয় যে, সপুত্র ঈশ্বর পরামাণিক তাহার কন্যাকে খুন করিয়াছে। এজাহার প্রাপ্ত হইয়া, পুলিস এক দিন অপরাহ্ন সময়ে সদলে আসিয়া ঈশ্বর পরামাণিক ও তাহার দুই পুত্রকে অবরুদ্ধ করে ও ফাঁড়িতে লইয়া যায়। তথায় লইয়া গিয়া তাহাদের যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন আরম্ভ করে। কনষ্টেবল্ বাবুরা নিরপরাধিদিগকে অপরাধ কবুল করাইবার নিমিত্ত অনবরত প্রহার করিয়া পরিশেষে ক্লান্ত হইলেন। এই রূপে সে রাত্রি কয়েদিরা নিস্তার পাইল। পর দিন প্রাতে কুতন্ত্রীদিগের পরামর্শে পরামাণিকের বাটী খানা তালাসী করিবার নিমিত্ত পুলিস চলিল, বন্দীরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পরামাণিকের বাটীর ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে যে দুইটী শবের মস্তক বহির্গত হইয়াছিল, তাহা প্রতিবেশী কৈবর্ত্তগণ পূর্ব্বে ভূমিতে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিল। পুলিস তাহার যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া পরামাণিকের দোষ সাব্যস্ত মনে করিয়া দুর্ব্বিসহ অত্যাচার করিতে লাগিল। সকলে অবাক! পুলিশের বিশ্বাসের আর অনুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এখন কেবল বন্দীরা নিজমুখে অপরাধ স্বীকার করিলেই তাহাদের ভাগ্যের পরিণতি হয়। লোকে কথায় বলে “চোর চায় ভাঙ্গা বড়া” একে কনষ্টেবলগণ নরমের উপর অগ্নিমূর্ত্তি, তাহাতে আবার ইন্স্পেকটর মহাশয়ের আজ্ঞা পাইয়া তাহারা আপনাদের চিরাভ্যস্ত অত্যাচারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল। প্রথমত স্ত্রীলোকদিগকে যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিয়া বলপূর্ব্বক বাটি হইতে বহির্গত করিয়া দিল। পরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্রব্যাদি ভগ্ন ও সমস্ত তচনচ করিয়া ফেলিল। একে কোম্পানির লোকে করিতেছে, তাহাতে আবার ধর্ম্মাবতার সম্মুখে দণ্ডায়মান, কার সাধ্য নিবারণ করে! অতঃপর তাহারা ধনলুণ্ঠনে বিরত হইয়া প্রাণ লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

বন্দিদিগের উপর কিল লাথি জুতা প্রভৃতি প্রহার করিয়াও পুলিস নিরস্ত হইলেন না। “খুন কবুল করাতেই হইবে” এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া পরামাণিকের প্রায় দশ বৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ পুত্রকে প্রহার করিতে লাগিল। প্রহারেও যখন সে কবুল করিল না, তখন পুলিস জ্বলন্ত শূল লইয়া তাহার হস্তোপরি প্রদান করিলেন। একে বালকটী পূর্ব্ব দিন অপরাহ্ন হইতে এক গণ্ডুসও জল পান করে নাই, তাহাতে আবার জননীর সম্মুখে এই ভীষণ অত্যাচার। বালক দেখিল যে প্রাণ যায়, তখন আর কি করে। অগত্যা বলিল যে, খুন করিয়াছে। তখন পুলিসের আর আহ্লাদের সীমা নাই। তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত খুনিদিগকে হাবড়ার মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান দিলেন। সে রাত্রি কয়েদিদিগকে অনাহারে কাটাইতে হইল। পরদিন প্রাতে বন্দিগণ কলিকাতার বিখ্যাত গারদে আনীত হইল। এবং সমস্তদিন অনাহারেই গেল। রাত্রিতে যন্ত্রণার পরিসীমা রহিল না। বিশেষতঃ বালকটি তিন চারিদিনের অনাহারী, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া কারারক্ষকদিগকে জল আনিতে অনুরোধ করিল। শুনিলাম, তাহারা পানার্থ মূত্র প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সম্পাদক মহাশয়! এখন কে না স্বীকার করিবে যে, ইহারা আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গালার সুবাদার সিরাজ উদ্দৌল্লা অপেক্ষাও সহস্রগুণে অত্যাচারী ও নৃশংস। যাহা হউক ধর্ম্ম আর এরূপ অত্যাচার কতক্ষণ সহ্য করিবেন! পরামাণিকের কন্যা কোন রূপে স্বীয় জনক ও সোদর গণের এবম্বিধ কষ্টের সংবাদ পাইয়া গুপ্ত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল। ‘আমি ঈশ্বর পরামাণিকের মেয়ে।’ প্রথমে কোর্ট বিশ্বাস করিলেন না, কিন্তু গ্রামস্থ লোক দ্বারা সপ্রমাণ হওয়াতে নিরপরাধী কয়েদিরা নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে। এখন বিজ্ঞ পুলিস মহাশয় দিগের ও মিথ্যা নালিশকারি গণের কি হয়, দেখা যাউক।

ভবদীয় বশম্বদ

একজন দর্শক।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA:—THURSDAY, APRIL 3, 1873.

SOMETIME ago there was a rumor in Jessore that the good natured Judge of Small Cause Court Jessore was imposed upon by designing mahajones. The rumor was created in this manner. Two mahajones Bukto Biswas and Bhajone Biswas of Chanda Village obtained several decrees against several ryots of that quarter, and the ryots in a body went to the Commissioner of the Division Lord Ulick Brown, who was in Jessore at the time, and brought to his Lordship's notice thro' a petition that the above mentioned men were fabricating bonds and imposing upon the good nature of the judge and ruining the ryots. They further stated that Bukto was a noted bad character, that he was always suspected by the late energetic Magistrate of Jessore Mr. Monro, that his house was searched on suspicion of forgery and that some of the documents submitted by him were on several occasions pronounced as forged by competent Courts. The Commissioner directed the Magistrate to hold an inquiry on the subject and the late Joint merely carried out his order by holding his cutchery at a place 10 miles distant from the village and sending for the ryots. About half a dozen ryots went to him and urged him to make a local inquiry but the Joint did not choose to comply with their request. If this matter had been left in the hands of the intelligent and able Police Superintendent Mr. Harris we doubt not he could have found out how far the ryots were justified in advancing such a charge against Bukto. We are told there is something like a panic in that quarter, but it is strange that another considerable Mahajone of the same village, a kinsman of Bukto by name Dewanat Biswas is very well spoken of and the ryots have implicit confidence in him. Whether the Judge was imposed upon or not could only be proved when Bukto could be proved innocent or guilty of forgery. Even if the bonds were forged, we do not think it would tell much against the character of the Judge. If all forged documents could be detected there would be no more forgery in the world. Bukto is an extensive Mahajon and in the majority of the cases brought by him before the Judge the debts were admitted by the ryots. At one time we were led away by the rumor, but we are convinced now by a personal inquiry on the spot that the Judge is well spoken of and he is a thoroughly honest and able man.

———000———

BABOO NOROTUM MULLICK ROY BAHADOOR late Subordinate Judge and Judge of the Small Cause Court of Moorshedabad expired on the night of the 21st instant. He was born at Hooghly in the year 1824, and was the youngest son of the late Babu Gour Mohun Mullick a rich and respectable resident of that town. He received his education in the Hooghly College where he distinguished himself by his high proficiency in English language and literature. He was the senior scholarship-holder of that institution and was the recipient of several prizes and medals. In the last year (1845) of his scholastic career the Gold Medal given by Mr. D. Money, late Collector of Hooghly who took a lively interest in the education of native youths, was awarded to Norotum Mullick.

In the early days when vacant appointments in Government offices were chiefly given to the best students of Govt. Colleges, the post of the 2nd clerk in the office of Mr. Donnally the Abkarry Commissioner of Dacca was offered to Baboo Norotum Mullick and accepted by him. He served in the office of the Abkharry Commissioner for four years, but being actuated by

gether ambition he applied himself to the study of the law and passed the Moonsifship examination in Dacca in the year 1850.

In February 1851 he obtained tha Moonsefships of Naraingunge in Dacca and for several years he performed the duties of this post to the entire satisfaction of his superiors. He established an English school at Naraingunge and it was through his exertions that a Post Office was opened there. He was employed in the districts of Hooghly, Midnapore and Rungpore in the capacity of Moonsiff and Sudder Ameen and won the golden opinion of the public wherever he went. In 1866 the Baboo was appointed subordinate Judge of Bhaugulpore where his services were prominently brought to the notice of Government. He acted on several occasions for the Judge of that district and also officiated for the Deputy Commissioner of the Sonthal Pergunnahas. In 1869 when Sir William Grey paid a visit to the Court of the Subordinate Judge of Bhaugulpore he was struck with the tact and ability with which Babu Norotum Mullick decided the suits instituted in his Court and complimented him on his ripe judicial experience and knowledge. On his return to the Presidency Sir William mentioned the name of Baboo Norotum Mullick in his report to the Government of India on the subject of giving higher appointments in the Judicial Department to the natives of India as a fit person for the post of a Covenanted Judge. His papers on the Education and Road Cesses which were published in the Calcutta Gazette were very ably written and pronounced by Sir William Grey to be the most valuable documents on the subject. He died at the early age of 49 and has left a large circle of relative and friends to mourn his loss.

———ooo———

The following letter has been sent to the Supreme Government by the Lieutenant-Governor of Bengal :—

Sir,—I am directed to forward herewith a copy of a letter* with its enclosures from the Commissioner of Burdwan, regarding a serious accident, attended with the death of two men, which occurred at Bullubpore, a suburb of Serampore, on the last occasion of the dragging of the Juggarnath car. The manner in which these accidents occur is described by the Magistrate of Hooghly in the extract of his letter forwarded herewith.

* 100, dated 20th July 1872.

2. A similar accident occured also last year at the same place from the same car, by which one life was lost; and it appears from papers recorded in this office that on the occasion of the Ruth fesival at Serampore in 1864 two men and one woman were crushed under the car.

3. His Honor is of opinion that the time has come for stopping the dragging of such of these cars as from their clumsy construction or other reasons are found to cause serious danger to life. He does not now stop to inquire how this is to be done. He has no doubt that if a certain religious character was not supposed to attach to the thing it would be stopped by a simple order the to police not to allow it. If we were still in a bigoted Hindoo country, such things might be permitted ; but in Bengal the rulers are Christians, half of the population are Mahomedans, half the remainder are aborigines, outcastes from Hindooism, Brahmos and nothing in particular. There is but a limited Hidoo population who have very little enthusiasm for this kind of thing, and the heavy cars are with great difficulty moved by people, many of whom are, it appears, ryots on the temple estates and others driven unwillingly to the work, or people who take it up for reasons not religious, some for fun, some for profit.

4. The Mahomedans long ago put a stop to everything of this kind in Hindoostan. Although the Lieutenant Governor believes that the Ruth ceremonies are generally an unnecessary nuisance, he would, on general principles of toleration, permit them so long as the car is not so heavy and unwieldy as to be dangerous ; but he would instruct the Magistrates not to allow any car to be moved when they think there is danger of such accidents as those now reported. Before however doing anything in the matter, His Honor would be glad to have the advice and instructions of the Government of India.

———ooo———

The Great Triumph.—It is a graceless task to [illegible] in the midst of the rejoicing which it is [illegible] prevails in the city. Of this jubillee we know nothing. Some of our contemporaries say that great rejoicing prevails in the city and we are bound to believe them. A proposal was made to the British Indian Association for a demonstration expressive of the gratitude of the people at the abolition of the Income tax. The Association is managed by such men as Rajah Jotindro Mohun, and Babus Digambar, Jeykrishna, Rajendra Lal and Krishto Dass and surely they are not fools. They made no demonstration at the fall of Mr. Campbell's pet Bill. For them now to make a demonstration at the abolition of the richman's tax would be the signal of the death of their Association. Money they have, full sympathy they have not of the people, and such a demonstration would destroy the sympathy of the people completely. Babu Digambar one day proudly told us that the British Indian Association tho' composed mainly of Zemindars never betrayed the interests of the people. That pride should be carefully cherished. The Income tax is abolished. But what is that to the people of India? We did not rejoice when the Income tax was abolished in France or United States, why should we do it now? The citizens of Calcutta have a strange notion. They think that India is bounded by the Maharatta Ditch on the one side and the Hooghly River on the other. That is not exactly the boundary of India you rich Baboos of Calcutta. Beyond the Maharatta ditch the Income tax is almost unknown. The people out of the City are little better than slaves. Oppressed by the Hakims, the Police, the Zemindars and Indigo planters, the people have forgotten how to take care of themselves. It is to the free, enlightened, and patriotic citizens of Calcutta they left the charge of pleading on their behalf. How faithfully has that task been fulfilled by the Calcutta Papers! If the Moffosil people were wise they had better take care of themselves. There was no talk of a demonstration when Lord Northbrook vetoed the municipality bill. No, the citizens of Calcutta gained nothing by that. Let the Anglo-Indians rejoice, we can only rejoice by way of sympathy. We have nothing to rejoice at, on the contrary, the same resolution which condemns the income tax, for ever takes away from us the hope of lightening our own burdens. Lord Northbrook condemns the income tax, but he unreservedly supports the road and other cesses and says that the decision to which the Government came regarding these cesses was final. Lord Northbrook's resolution, which has caused so much rejoicing in the city contains these two distinct assurances, the Income tax is repealed and the road cess will *never* be repealed. We croakers are more disposed to weep than rejoice at this resolution. What if the rich man's tax is gone, it will not relieve the people of India. Another Income tax of the poor in the shape of cesses which were imposed throughout the Empire remains. Lord Northbrook assures the public in that resolution that no new taxation was neccessary. He could have gone further and abolished the salt tax, or opium duty without at all disturbing the financial equilibrium of the Empire. With such resources in hand, we mean the road and other cesses which could be expanded at the will of the administrators, they need not be afraid of a deficit. The Imperial Government has every power to reduce the Provincial grants, and is it not very clear that when the local ratings come into operation, such grants will be reduced year by year and the rating proportionately increased: These cesses will ruin the country and are we to rejoice that Lord Nothbrook has distinctly declared they will never be repealed? Let them who can, we cannot. We, on the contrary, would advise our countrymen to do one thing immediately. To let Lord Northbrook know that he has not relieved the country in the least by abolishing the Income tax, and that he has thrown the people into despair by so distinctly expressing his policy regarding the local cesses. Fortunately, we do not now depend entirely on the people of Calcutta for the representation of our grievances. We have corporate political bodies in all the important Districts of Bengal and we hope they will not so far forget their duty as to let slip such an opportunity.

———ooo———

The Budget.—Sir Richard Temple has submitted the Financial Statement. No one needs question the artistic beauty and literary skill of Sir Richard's speech. This time the Budget has not received the light of discussion in the Imperial Legislative Council and the interest taken in it in other years by the press and public mav possibly die with the Income tax, of which it was the direct offspring. The accomplished knight, perfect master that he is in the art of quill-driving, has as usual artistically laid it out in gorgeous hues. With a great deal of self-complacency he congratulates the people, himself especially on the large surplus and the happy condition of the finances. Speaking of the actuals of 1871-72 he says "thus ends the most prosperous year yet known in our financial history since the establishment of the Budget system." Of the official year just expired 1872-73 :—

"The year has been generally propitious. The rains have been abundant ; the harvests, for the most part, good, and, in some provinces, very fine. The condition of the people being prosperous, the revenues have flourished."

But unfortunately for us ordinary people, we have not the powerful imagination nor creative genius of Sir Richard Temple, and looking at simple facts and figures with plain eyes we must confess we do not see much to rejoice at. In the large surplus we only see so much life blood of our countrymen sucked out of their veins and unnecessarily too. The condition of the people we know is full of misery and wretchedness though it appears to be prosperous to the administrative eye of our Rulers. Let us take off the gloss from Sir Richard Temple's statements and see how his figures stand and what his facts indicate. The passage quoted above shows that we have just completed an unusually happy year of our national existence. But let us see, if we have profitted by it and what is our account with the international market. We have given to other nations 63 millions in our exports. They have sent us only 31 millions of sterling or 32 crores of rupees. Have we received any specie instead? Sir Richard tells us that "during the current year 1872-73, the import of treasure has, for the most part, ceased." Where are the 32 crores then our readers will ask? We will answer it in one word by saying that it approximately represents the amount paid by India to England for her disinterestedness in governing the country for the good of the people. And we may tell our readers parenthetically that this amount does not include the cost of living in India (mostly in a princely style) of the large number of Europeans, official and non-official.

We have used the word approximate because a small fraction of the total 32 crores stands for the annual interest of English capital invested in Indian stocks and guaranteed railways. Of the 32 crores, more than fifteen were drawn in bills by the Secretary of State. The remaining 16 or 17 crores are not to be found in the budget statement, because it is the amount of private bills sent to England by official and non-official Anglo-Indian or in other words the amount of their home remittance. What a tremendous drain on the resources of a country! Thus we see that of the amount of the exports which rose to the high value of 63 millions sterling, 32 or more than half has gone for good from India as the amount of her obligation to England for one year only. And if the readers will consider that this obligation is permanent whilst the prosperous condition of the harvest and the trade is merely a fortunate occurence, he will realize a happy prospect indeed for his country!!!

Again what was the principal article of export, or in other words, how did we pay the large demand of our inexorable creditors? We will make Sir Richard reply to the query. "But the cause of the fiscal increase on the whole has been the very favorable condition of the export trade in grain, which grain mainly consists of rice exported from Bengal Proper and from British Burmah. The rice is sent chiefly to the United Kingdom and to the continent of Europe, partly also to the Persian Gulf and to the British colonies,—in quantities annually increasing, as will be seen this :—

	1869-70.	1870-71.	1871-72.	[illegible] (9 [illegible])
	Cwt,	Cwt.	Cwt.	[illegible]
Rice exported from India to forei[illegible]	10,614,644	16,087,813	17,311,[illegible]	[illegible]346

It is hardly necessary to dilate on the importance of this exportation of an agricultural product, which is specially Indian, and which is an article of food for the nations of Europe."

No wonder then that there should be famine in the the country every three years or oftener, and that people die of starvation by millions.

—-000—

The Bethune Society.—The illustrious Babu Keshab Chunder Sen the other day delivered a speech with his usual eloquence in the Bethune Society. The interest of the occasion was heightened by the debate which followed, and the brilliant reply of Babu Kallee Mohun Dass. We have been kindly supplied by a friend with the notes of Babu Kallee Mohun's speech and we have much pleasure in inserting the same. We do so especially as the *Mirror* pained those who heard the speech by unjustly attacking the Babu and ommitting those portions of Keshab Babu's lecture, of which it gave a summary, which gave occasion to the reply. Babu Keshab Chandra's speech will be printed by the society and it is but fair that the reply should be published also. After some preliminary remarks Babu Kallee Mohun said :—

Gentlemen, it is impossible for me in the course of a few minutes to take any thing like an exhaustive survey of the wide—very wide field which these sociological questions present. I intend to confine my remarks to those observations made by the lecturer with which, I am sorry to say, I cannot agree.

In the first place I do not agree with the lecturer in his strictures and reflections against my young countrymen and friends. In the second place I do not and cannot agree with him in the view he seems to take of the duty of obedience and submission to the parents—to the grandfathers and grandmothers of these young men—a duty, which it appears to me the lecturer undervalues and most unnecessarily and unjustifiably ridicules. Now Gentlemen, I wish to say a few words on each of these points. As regards my young countrymen and friends, I am not one of those who are ready to accuse them of indifference in the cause of reform, (hear, hear) on the contrary my hopes for the future of India, are to a very great extent, centred in them. (Cheers) I regard them in the light of mighty agents through whose instrumentality, the great social evolution must be brought about,—agents who are full well alive to their duties and obligations to their mother land and who must, sooner or later, exert their influence in the cause of social progress. (applause.)

No doubt, there are not many in the list of my countrymen who can, as regards earnestness and enthusiasm in the cause of reform, be compared to the lecturer or whose powers of the intellect or the susceptibilities of whose heart, can by any means be regarded even as similar to those of my esteemed friend. But I cannot find in this, any serious cause of despair ; if they cannot move so fast as my esteemed friend, it is because they are not willing to leave their countrymen behind, and because they are properly influenced by various considerations as regards the feelings, ideas, and wishes of those to whom they owe their birth and growth—to whom they owe "a debt immense of endless gratitude." (applause.) The established institutions of the country which we feel to be wrong and erroneous, are institutions of a very remote age : they have been in existence from the time when the *vedas* were sung and the institutes of Monu promulgated. (hear, hear) More than 3,000 years have elapsed since these institutions were founded and during this time foreigners belonging to different nations and creeds have interfered with their workings and attempted to uproot them—but here they are inspite of all that has been done or said to the contrary. (hear hear) What does this great historical fact establish ? It establishes this indisputable and incontrovertible propo sition that the work of reformation is always sl ow, that it invariably requires a great deal of time before any very marked change can take place in the old recognized institutions of a country and that however sanguine a few hundreds of men may be for the speedy destruction of existing institutions their earnestness or vehement declamation do not avail to any very great extent in hastening the desired reformation or reorganisation until years and years elapse to bring out the change. (cheers) I do not by any means undervalue the services which these men of sanguine temperament render to society by their outbursts of earnestness and enthusiasm, and by their ardent endeavors to alter the existing state of things *topsy turvy* ; but I feel it my duty to say that if these men hope to bring out any very marked change within a few years, they expect despair ; and those who preach the cause of reform should have patience to watch its result. Reformation does not depend on voceferation. (loud applause) The laws of social developement operate with steady and unceasing force, but time is always an essential condition of success. Social progress is based on order and the present generation of my countrymen must yield to those of the last generation, if co-operation and harmonious combination be a necessary condition of success in all social evolutions. (hear. hear.)

The history of all country and nation affords illustrations of the unfortunate and unpleasant incidences of sudden and abrupt social changes, and, gentlemen, it is necessary that we should profit by the experience of the past; and while on the one hand, it is our duty to be faithful to the cause of reform, it is no less our duty to consult the feelings of our mothers and grandmothers, fathers and grandfathers whose ideas of society and of social economy happen unfortunately to be widely different from those of ours but whom, nevertheless we are taught by reason as well as religion, to obey. (cheers) It is not "by calling our fathers fools that we can wiser grow," (applause) on the contrary true wisdom inculcates the duty of reverence and obedience to those to whom we owe so much and to whom we can repay so little.

I beseech you therefore, my countrymen, to be fully alive to your duties, to your parents, grandfathers and grandmothers, and while moving in the cause of reform, do not forget them or leave them behind. It is well for dogmatic preachers to say that you should act up to your conscience, but conscience properly cultivated and regulated, seldom fails to impress one with a sense of duty to his elders as indeed a sense of responsibility for the future of his country. You must be faithful to your country, but at the same time you must be dutiful to your parents and guardians. (cheers) With these remarks I beg to propose a vote of thanks to the lecturer. (loud applause.)

বিবিধ।

NOTIFICATION.

The Lieutenant Governor is very anxious to put a stop to the accidents caused by the Juggernat car festival. It is well known that he is rarely at fault, but His Honor is at a loss to find the ways and means how to accomplish it. His secretary, his genius have failed him. He seeks public help in this important matter. He has ferreted out many arguments in favor of the suppression or the demo lition of the cars, but he has failed to string those arguments together so as to give them a respectable appearance. He leaves that task to his well wishers, *proteges* and the Mahamudans. He has done much for the Mahamudans, and he expects a little in return from that community. The following arguments which occur to His Honor appear to him as particularly clever, but he is afraid they require a little mending. People helping him out of this insuperable difficulty will not only receive the thanks of His Honor but may be rewarded if a Hindoo with a Gurooship under the new educational system on Rs. two and annas eight per mensem or if a Mahamudan may be taken into the sacred precincts of the Native Civil Service.

Argument 1st. Whatever occasions serious accidents must be put a stop to.

Exceptions.—Railways, steamers, wheeled carriages, boats and wars with Kookas, Lushias and Garrows. His Honor is at a loss how to dispose of these exceptions. The public are reminded : a guruship for a Hindu, and a Civil Service for a Mahamudan.

Arg. 2d. Those religious festivals which occasion dangerous accidents must be put a stop to.

Exception.—The muhurum. A life gurooship for a Hindoo and a life peerage for a Mahamudan, be he a stable keeper.

Arg. 3d. "The Mahamudans long ago put a stop to every thing of this kind." Now were this a fact it would be a very strong argument indeed. His Honor is particularly desirous of knowing the means [illegible] it into a fact.

Arg. 4th. "The rulers are Christians, half of the population are Mahamudans, half the remainder are aborigines, and Bramhos," therefore &c. &c. Of course the public will understand what His Honor means So the Hindoos are only twenty millions. Her Majesty never could intend in Her Proclamation that the feelings and prejudices of such a small number should be respected.

Exceptions.—The Christians.

Arg. 5th. "The cars are unusually heavy," it is clear therefore that they ought to be light.

Arg. 6th. "The cars are dragged with difficulty," it is therefore high time for the rulers to interfere.

Arg. 7th. "His Honor could put a stop to the thing by a simple order to the police not to allow it."

This argument is the simplest, most perfect and agreeable to His Honor.

In conclusion it must be clearly understood that His Honor has no other objection to the car-festiva but for the accidents it causes. If the very small community in Bengal called Hindoos were wise and had taken care to prevent the recurrence of these accidents. His Honor would not interfere with the festivals.

Before His Honor takes any step he would throw out the following suggestions which the Hindoos might take advantage of.

1st. His Honor would not object to the festival if the cars were not dragged. The cars are dragged with difficulty and this difficulty then will immediately cease.

2d. If the Cars were made of cork wood or better still of *sola*. But the most scientific means of making the cars light would be to attach a small balloon to them or better still to fill up the cavities of the car hermetically sealed with pure hydrogen gas.

3rd. To move the cars upon flat-bottomed boats, or better still to attach permanently the bottom of boat to the car. It will no doubt be difficult to move the mass but when once launched the question of dragging becomes easy.

4th. To attach two sets of cords on opposite ways and apply equal and opposite forces. This will keep the religious element of the festival intact, and at the some time the car will not move however powerful the dragging forces may be.

5th. The wheels cause destruction of human lives, what is the harm if the wheels are placed on the top of the car?

6th. The cars also might be turned upside down and then dragged. This will undoubtedly do away with the danger from the wheels.

[Advertisement.]

NATIONAL THEATRE.

AT THE

TOWN HALL.

For the Benefit of the Charity Section of the Indian Reform Association.

On Saturday, the 5th April 1873.

The Most Laughable Faree entitled,

SADHABAR ACADASHI,

To conclude with the

Lamentations of Bharat Mata with her children.

Prices of Admission

Reserved Seats	Rs. 4	0	0
First Class	„ 2	0	0
Second „	„ 1	0	0

Tickets to be had at the Town Hall. Plenty seats available—Punkhas in full swing.

সংবাদ।

গত শুক্রবার বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পারিতোষিক প্রদান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মিঃ ই. সি. বেলি সাহেব স্বহস্তে বালিকা দিগকে পুস্তক বিতরণ করিয়াছিলেন। পারিতোষিক প্রদান সময়ে লেঃ গবর্ণর ইংরাজিতে একটি বক্তৃতা করেন। সেক্রেটারি বাবু মন মোহন ঘোষ বিদ্যালয়ের রিপোর্ট পাঠ করেন। পরিশেষে রাজা কালী কৃষ্ণ রায় বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

—যে কালে প্রুশিয় সৈন্য দ্বারা পেরিস নগর বেষ্টিত হয়, তখন পেরিস বাসীরা বাহিরে সংবাদ পাঠাইতে ৩৬২ টী কপোত নিযুক্ত করেন। ইহার মধ্যে ৭৩ টী পেরিসে ফিরিয়া আইসে। প্রুশিয় সৈন্যের গুলি দ্বারা অনেক আহত হয়। দুইটী কপোত পেরিসে ৪ বার আসা যাওয়া করে। নগর বেষ্টনের সময় ১ লক্ষ ১৫ হাজার খান পত্র প্রেরিত হয়। এই পত্র গুলি ওজনে এক কাচ্চার ১১ ভাগ হইয়াছিল।

—কচিনে এক নাপিত এক ব্যক্তির টাকা ধারিত। মহাজন তাহার নামে এক ডিক্রীজারি করে, কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারে না। নাপিত এদিকে আবার একটু সৌখীন। প্রতি বার মহরম সময় সে বাঘের চামড়া গায় দিয়া ঠিক বাঘের অবয়ব ধরিয়া রাস্তায় ২ বেড়াইয়া বেড়ায়। তাহার নামে মহাজনের ওয়ারেণ্ট বাহির হইলে সে পলাইয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু মহরমের সময় আর থাকিতে পারিল না। বাঘ সাজিয়া বেড়াইতে লাগিল। মহাজন ইহা ঠিক পাইয়া আদালতের চাপরাশীর সহিত সে তাহাকে ঐ অবস্থায় রাস্তায় গ্রেপ্তার করিল। নাপিতকে আর বাঘের পরিচ্ছদ ছাড়িতে দেওয়া হইল না। ঐ অবস্থায় তাহাকে কাছারি উপস্থিত করা হইল। হাকিম দুর হইতে দেখিলেন যে একটী জীয়ন্ত বাঘকে কাছারিতে আনা হইতেছে। তাহার রক্ষক কেবল এক জন কাছারির পেয়াদা এবং রক্ষকের অস্ত্র মধ্যে হাতে একখানি কাগজ। হাকিম ও কাছারির লোক সমুদায় এই ব্যাপার দেখিয়া চমকিত হইল, এবং অনেকে ভয়ে পলায়নও করিল। তদনন্তর সকলে দেখে যে, বাঘের চামড়ার মধ্য হইতে সেখান কার সেই ধূর্ত্ত নাপিত বাহির হইল।

—যোধপুরের যুবরাজের, রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে যে একটী ফলাহার দেওয়া হয় তাহাতে ৮০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

—ইংলণ্ডীয় আইনের বিধানানুযায়ী বহুবিবাহ দণ্ডনীয়। কিন্তু তথায় মরজ্জান নামক এক ব্যক্তি গোপনে ২ নয়টী বিবাহ করে ও সে এই বিবাহ দ্বারা প্রতিপালিত হইত। আমাদের দেশে শুদ্ধ বিবাহ দ্বারা প্রতিপালন হওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অনেকে বিবাহ 'ব্যবসায়' করিয়া থাকেন।

—ইংলণ্ডে যখন মুজুর স্বস্তা হইয়া উঠে, তখন মুজুরেরা সকলে একত্র হইয়া একটী ধর্ম্মঘট করিয়া দাম বাড়াইয়া লয়। এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। সম্প্রতি তথাকার ডাক্তার ও উকীলেরা এইরূপ ধর্ম্মঘট করিয়া তাঁহাদের ফিস বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

—ইংলণ্ডে একটী মৃত ঘোড়ার উদর কাটিয়া দেখা গেল যে, উহার মধ্যে কতকগুলি কঙ্কর এবং ১৫৭৩ সালের রাজ্ঞী এলিজিবেথের নামাঙ্কিত একটী সিলিং মুদ্রা রহিয়াছে।

—দারজিলিং নিউস বলেন যে বর্দ্ধমানের মহারাজা তথায় গমন করাতে খাদ্যদ্রব্য সকল মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা গল্পে শুনিয়া থাকি যে সেকালে নবাবেরা পটলের শের এক টাকায় ক্রয় করিতেন। যদি কোন বিচক্ষণ কর্ম্মচারী এত অধিক মূল্যের জন্য আপত্তি করিতেন তবে তাঁহার "নজর ছোট" বলিয়া তিনি কর্ম্মচ্যুত হইতেন।

—ইউরোপীয়েরা যখন কোন ভিন্ন দেশ জয় করেন, তাঁহারা তখন উহা আষ্টে পৃষ্টে বন্ধন করিয়া লন। একটী দেশ অধিকৃত হইলেই তাহার মানচিত্র দ্বারা আভ্যন্তরিক অবস্থা, ও সরভে প্রভৃতি জরিপ দ্বারা ভূমির পরিমাণ নির্ণীত হয়। রুসিয়েরা তাহাদের প্রতিবাসী ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞ। মধ্য আসিয়া জয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ বসাইতে থাকেন। সম্প্রতি খিবাতে তাঁহারা যে যুদ্ধ যাত্রা করিতেছেন, তাহার সেনাগণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা উক্ত দেশের ভৌগলিক অনুসন্ধান লইবার জন্য দুইজন ভুগোল বেত্তাকে পাঠাইতেছেন।

—ইংলণ্ডের বিখ্যাত উপন্যাস লেখক মৃত লিটন সাহেব তাঁহার উইলে এই কথা লিখিয়া যান। 'তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শরীর যেন পরিক্ষীত হয়! কেননা ইহাও হইতে পারে যে, তাঁহার অজ্ঞানাবস্থায় তিনি সমাহিত হইবেন।'

—কাবুলের আমীর তাঁহার দেশে টেলিগ্রাফ ও গ্যাস লইবার সংকল্প করিতেছেন।

—ইংলণ্ডের কতকগুলি বাণিজ্যালয় সম্বন্ধে অনেক গুলি জাল হইয়াছে। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে এইরূপ তঞ্চকতায় দশ লক্ষ টাকা অপহৃত হইয়াছে।

—ইণ্ডিয়ানা পোলিশে সংবাদ পত্রের একজন সম্পাদক অকস্মাৎ প্রচুর ধনের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার লিখিত একটি প্রস্তাব পড়িয়া তাঁহার পিতার এত কষ্ট হয় যে, তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। সুতরাং পিতার ত্যজ্য প্রভূত অর্থ পুত্রের হস্তগত হইয়াছে।

—গবর্ণর জেনারেল ১৪ই এপ্রেল কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ১৮ই এপ্রেল সিমলায় উপনীত হইবেন।

—মান্দ্রাজ পোলিশ কোর্টে একটী দরিদ্র লোক জুতা পায় দেয় বলিয়া তাহাকে জরিমানা করা হয়।

---বিজনগ্রামের মহারাজা উড়িষ্যায় একটী কলেজ সংস্থাপনের সংকল্প করেন। কিন্তু উড়িষ্যার রাজা ও জমিদারেরা অন্য রাজার স্থাপিত কলেজে তাঁহাদিগের পুত্রগণকে বিদ্যাভ্যাস দিতে গ্লানি বোধ করেন বলিয়া উক্ত কলেজ আর স্থাপিত হইতেছে না।

---বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তথাকার মদের দোকানের সংখ্যা কমাইবার সংকল্পে একটী কমিটী নিযুক্ত করেন। কমিটী রিপোর্ট করিয়াছেন যে, গত দশ বৎসর হইতে সেখানে মদ বিক্রয় অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ইহার প্রকৃত কারণ অধিক পরিমাণে মদের দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া। কমিটী বোম্বাইয়ে ১৭০ খান দোকান উঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

—প্যারিসে দুইটি স্ত্রীলোকের জগ্লিন নামক একটি পুরুষের উপর ভাল বাসা হয়। তাহাদিগের এই বিবাদ মিটাইবার নিমিত্ত তাহারা পরস্পরে ছুরিকা দ্বারা একটি নির্জ্জন গৃহের মধ্যে যুদ্ধ করে ও উভয়েই সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। এই ভয়ঙ্কর কার্য্যের নিমিত্ত জগ্লিন ধৃত হইয়াছে। ইউরোপে পুরুষদিগের মধ্যে এইরূপ যুদ্ধ প্রচলিত আছে। এখন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও এই রোগ প্রবেশ করিল। কিন্তু গরিব পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের খেয়ালের জন্য কষ্ট পায় কেন?

—নেপোলিয়ানের মৃত্যুর পর কুমার নেপোলিয়ান ফ্রান্স দেশ হইতে মহা সভা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন। যুবরাজ এই আদেশ রহিত করিবার নিমিত্ত মহাসভায় আবেদন করেন। অধিকাংশ সভ্যের মতে তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে ও তিনি সপরিবারে দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। যে নেপোলিয়ন এক কালে নিজ বুদ্ধি বলে সমগ্র ইউরোপ করতলে রাখিয়াছিলেন, তাঁহারই পুত্রকে এখন স্বদেশ ত্যাগ করিতে হইল। মনুষ্যের ভাগ্যলক্ষ্মী কি চঞ্চলা!

—বরিসালে এবার ৩৩ লক্ষ ৬০ হাজার মন চিনি জন্মিয়াছে। এই ৩৩ লক্ষ ৬০ হাজার মন চিনি প্রস্তুত করিতে কত গুলি কুলির রক্ত শোষণ করা হইয়াছে, ইহা অনুসন্ধান করিলে একটি লোম হর্ষণ ব্যাপারের আবিস্কার হইবে।

—বর্দ্ধমান জেলার চাষারেরা সংক্রামক জ্বরে পীড়িত হয় নাই। ইহা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, গোমাংস ভক্ষণ সংক্রামক জ্বরের প্রতিষেধক। আবার যদি দেখা যায় যে, বিধবাদের মধ্যে জ্বরের তত প্রাদুর্ভাব হয় নাই, তবে সিদ্ধান্ত করা হইবে যে নিরামিশ আহার জ্বরের প্রতিষেধক। অদ্য বিশ বৎসর পর্য্যন্ত সংক্রামক জ্বর সম্বন্ধে এই রূপ নানা মত বাহির হইতেছে।

—নিম্ন লিখিত ঘটনাটিতে জর্ম্মন ও ইংরাজের প্রকৃতি প্রকাশ পাইবে। এক জন জর্ম্মন ও একজন ইংরাজ ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহারা উভয়ে চুরট খাইতে ছিলেন। জর্ম্মন তাঁহার ইংরাজ সঙ্গির সহিত কথাবার্ত্তা করিতে অনেক যত্ন করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন না। একবার জর্ম্মনের চুরট হইতে একটু আগুণ ইংরাজের কোটে পড়ে। তিনি সেই জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার ছলে কথোপকথন করিতে যান। ইহাতে ইংরাজ বিরক্ত হইয়া বলেন "তুমি কি আমাকে একাকী থাকিতে দিবে না? তোমার কোট ত এই দশমিনিট আগুনে পুড়িতেছে, তাহাতে আমি এক বারও ত কথা কহি নাই।"

কুমার খালি সভার কার্য্য বিবরণ।

গ্রামবার্ত্তা হইতে উদ্ধৃত।

গত ৫ই ফাল্গুন কুমারখালী সভার ৬ষ্ঠ অধিবেশন হয়। এই সভায় ভদ্রলোকের সংখ্যাপেক্ষা, কৃষক প্রভৃতির সংখ্যা অধিক হইয়াছিল তাহাতে আমরা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়াছি। এই সভায় রাজসাহী সভা হইতে আগত পত্রদ্বয়

আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক পূর্ব্বক কর্ত্তব্যতা স্থিরীকৃত হয়। রাজসাহীর প্রথম পত্রে নূতন কার্য্যবিধি এবং দ্বিতীয় পত্রে ইনকম টাক্স ও রথ্যাকর সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য থাকে। কুমারখালীর সভা, রাজসাহী সভার অভিমতে মত প্রদান পূর্ব্বক আবেদন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, অনন্তর জনেক সভ্যের প্রস্তাবানুসারে সর্ব্বসম্মতিতে কয়েক জন সভ্য প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। ইহার পর কতিপয় গ্রাম ও পল্লীবাসী কৃষক, জমীদারের অত্যাচার সভায় বিদিত করে। সভা তৎসমুদায় লিপিবদ্ধ করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ত্তব্যতা স্থির করিতে অধ্যক্ষ সভার প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড নর্থব্রুক বাহাদুর প্রজার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া যে নূতন মিউনিসিপাল বিল অগ্রাহ্য করিয়াছেন, সম্পাদক এই বিষয় সাধারণকে অবগত করিলে, সকলে "আমাদের বড় লাট সাহেবের জয় হউক" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং ভক্তি সহকারে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে সভাভঙ্গ পূর্ব্বক গৃহে গমন করিল। এই সভায় যে২ জমীদারের প্রজা যে প্রকার অত্যাচার প্রকাশ করে, তৎসমুদায় অবকাশানুসারে প্রকাশিত হইবে।

প্রেরিত।

সৎকার্য্য।

মহাশয়, সম্প্রতি ২৩এ ফাল্গুন তারিখে শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণু চরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে যশোর জেলার অন্তঃপাতী কুমগু বটীকা গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, শূদ্রও অপরাপর বহুতর লোকের সমাগম হইয়াছিল। এরূপ বৃহৎ কার্য্য সর্ব্বাঙ্গীনসুন্দর হওয়া অতি দুরূহ ও কোন প্রকারেই সম্ভাবিত হইতে পারে না। কিন্তু উপরোক্ত মহাশয়ের ও তাঁহার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্যকরূপ পর্য্যবেক্ষণে এ কার্য্যটি অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। আনুমানিক সাত আট শত ব্রাহ্মণ তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৫০।৬০ জন অধ্যাপক ছিলেন। এই সমুদায়কে আহারে পরিতৃপ্ত করিয়া পরিশেষে মর্য্যাদানুসারে বিশেষ সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রায় তিন সহস্র দরিদ্র লোক তথায় উপস্থিত ছিল। তাহাদিগকে পরিতৃপ্তির সহিত আহারাদি দান করিয়া অবশেষে প্রত্যেককে চারি আনা করিয়া দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত ভট্ট, বৈষ্ণব ও অন্যান্য অপর লোকদিগকে ঐরূপ আহারাদি প্রদান করিয়া তাহাদিগের আশাতিরিক্ত অর্থ দান করিয়া বিদায় করিয়াছেন।

চট্টগ্রামের শিক্ষা.—প্রতিবাদ।

মহাশয়, আপনার ১২ই ডিসেম্বর তারিখের প্রেরিত পত্র স্তম্ভে চট্টগ্রাম শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। পত্রপ্রেরক চট্টগ্রামের অবনতির কারণ যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বস্তুতঃ উহা তাহা নহে। চট্টগ্রাম যে, উচ্চশিক্ষায় বিমুখ তাহার কারণ এই:—

প্রথমতঃ; পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় এখানকার লোক তত ধনী নয়। ধনী জমীদার এদেশে একটিও নাই। সুতরাং উচ্চ শিক্ষার ব্যয় অনেকে করিতে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ; সকলের সামান্যরূপ খাইবার পরিবার সংস্থান আছে এবং তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকে। এখানকার জীবিকা নির্ব্বাহ অতি অল্প ব্যয়ে হয়। 'য়্যাক্ গো পহার শোল' (এক পয়সার মোটা চাউল) "মরীচ" ও "লট্যা হুক্নী" হইলেই একজন লোকের একদিন নির্ব্বাহ হয়। কি ছোট কি বড়, চট্টগ্রামের সমুদায় লোকেই ঐরূপ আহার কিছুমাত্র কষ্টকর বিবেচনা করে না; সুতরাং তাহাদের উপায় যদি দশ পনর টাকা বেতনের চাকরী হইল, তবে তাহাদের আর পায় কে! তৃতীয়তঃ পশ্চিমাঞ্চলের লোকদিগের মত ইহারা সাহসী নয়, বাড়ীর মায়া ত্যাগ করিয়া "সাত সমুদ্র তের নদী" পার হইয়া কলিকাতার কালেজে পড়া সকলের হইয়া উঠে না, সুতরাং যে কোনরূপে হউক, একবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই ইহাদের ইংরাজী শিক্ষা একপ্রকার শেষ হয়। তাহারপর সাহেবদের--খাইয়া দুঃখে সুখে কালাতিপাত করিতে থাকে। বোধ হয়, পত্রপ্রেরক একজন 'চাটগেঁয়ে' কৃতবিদ্য; তাই বুঝি আপনার স্বদেশ হিতৈষিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গ্লানি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! ভাল জিজ্ঞাসা করি, হাজারী বাবু যখন 'সাহেব লোকদের ভয়ে পদ ত্যাগ করেন, তখন চট্টগ্রামে এমন কৃতবিদ্য কেউ কি ছিলেন না, যে তিনি সাহেব লোকেদের ভয় না করিয়া সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন?' কতকগুলি নিরন্ন বালক পরের বাসায় পাক করা স্বীকার করিয়াও বিদ্যালাভে নিরতিশয় যত্নবশতঃ ও বেশী বেতন যোগাইতে নাপারিয়া, যখন এল্বার্ট ইন্‌ষ্টিটিউসান স্থাপন করে, তখন কোন্ চাটগেঁয়ে বাবু, কোন্ দেশহিতৈষী মহোদয়, কিঞ্চিন্মাত্রও উৎসাহ দিয়া তাহাদিগের চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছিলেন? একটী অন্য সাহায্য নিরপেক্ষ বিদ্যালয় উঠিয়া যায় ও তাহাতে কতকগুলি দরিদ্র বালকের বিদ্যাশিক্ষার ভাবী উন্নতির পথ একবারে বন্ধ হইয়া যায়, ইহা কোন্ স্বদেশহিতৈষীর মত? তাঁর দেশহিতৈষিতাকে ধন্যবাদ! তিনি যেন আর আত্মগুণের পরিচয় না দেন! 'ভাল করতে পারিব না, মন্দ করিতে পারি, কি দিবি তা বল' তাঁর হয়েছে তাই। হয়ত সময় কাটাইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া এরূপ করিয়াছেন। কেন নিয়মিত আমোদ প্রমোদে কি অবসর কাল অতিবাহিত হয় না? ওঃ বুঝিয়াছি (বেলাতে হইয়াছে) তা (প্রার্থনা করি) এরকম বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া কোমৎ সমালোচন করিলেন না কেন? অথবা যদি "একটা মানুষের তিনটা মাথা হইয়াছিল, তিন দিন জীবিত ছিল, পরে মরিয়া গিয়াছে" এরূপ একটা সংবাদ অন্য কোন কাগজে পাঠাইতেন কিংবা একটা আপন 'প্রেয়সীর' বিষয়ে পদ্য লিখিয়া কোন সাময়িক পত্রিকায় পাঠাইতেন, তাহা হইলে সমাদরের সহিত গৃহীত হইত, আমারও এত ভোগ ভুগিতে হইত না।

শ্রীহ ম ব

মাটীয়ারী গ্রামের বাঁধ।

মহাশয়, আমাদের নিবাস গ্রাম মাটীয়ারি, জেলা নদীয়ার অন্তর্গত, থানা কালীগঞ্জ। গ্রামের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিয়া ভাগিরথী প্রবাহিতা। এই গ্রামের বসতি স্থল কয়েক বার গঙ্গার স্রোতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এক্ষণে যে স্থানে লোক বাস করিতেছে, তাহা অপেক্ষাকৃত নিম্ন। বর্ষা কালে নদী বর্দ্ধিত হইলে গ্রামটী সমুদায়ই জলমগ্ন হয়। তন্নিবারণার্থে আমাদের গ্রামের উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত একটী বাঁধ ছিল। ঐ বাঁধ দ্বারা কেবল আমাদের উপকার হইত, এমত নহে। বাঁধটী এক বিলের সম্মুখে। তাহার বিপরীত দিকে যথাক্রমে চান্দুরিয়া, কামদেবপুর, মোহনপুর, কাড়ালিয়া, ফরিদপুর প্রভৃতি পাঁচ ছয় খানি গ্রাম আছে। সেই সকল গ্রামের ও ধানী জমীর যথেষ্ট উপকার এই বাঁধের দ্বারা হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্য বশতঃ ১৮৭০ সালের বিষম বন্যায় ঐ বাঁধের এক স্থান ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। তাহা মেরামত করিতে অনধিক পাঁচশত টাকা ব্যয় পড়িবে। কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহা ঘটিয়া উঠিল না। আমাদের অঞ্চলে পাকা জমা নাই। বৎসরে প্রজারা যে জমী আবাদ করে, বৎসরের কোন সময়ে, জমীদার জরীপ করিয়া, তাহার একটী নিয়মিত হারে খাজনা লয়েন। যে জমী, যে বৎসর পতিত থাকে, প্রজায় তাহার খাজনা দেয় না। সুতরাং বাস্তু ব্যতীত এ অঞ্চলে, প্রজাদের কোন জমীর উপর ভোগ স্বত্ব নাই। এজন্য প্রজাদের বাঁধ দিবার তত প্রয়োজন নাই। আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, দরিদ্র চাষী গ্রাম্য লোকের বাস্তু বাটীর কিরূপ অবস্থা। যে পর্ণ কুটীরের মূল্য ২।৩ টাকা মাত্র, তাহা রক্ষার্থে কেহ বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া বাঁধ দেয় না। এমত অবস্থায় যে সকল গ্রামের বন্যায় অনিষ্ট হয়, সেই২ গ্রামের জমিদার দিগেরই উক্ত বাঁধ সারাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বাঁধ দিলে তাঁহাদেরই যে মহৎ উপকার হইবে, তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

গত দুর্ভিক্ষ সময়ে, এই মাটীয়ারিতে একটি রিলিফ ডিপো খোলা হয়। রিলিফের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণ রাম চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে, ঐ ডিপোর রিলিফ প্রাপ্ত দরিদ্রদের দ্বারা গ্রামস্থ বাঁধটি দৃঢ়তর রূপে মেরামত করিয়া লওয়া যাউক। কিন্তু আমাদের গ্রামের সুযোগ্য জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামরাম বন্দ্যোপাধ্যায়কে অযোগ্য বিবেচনায়, গবর্ণমেণ্ট রিলিফ বিতরণের ভার দেন নাই। জমীদার মহাশয়, এইজন্য ক্ষুব্ধ ছিলেন। এক্ষণে সময় পাইয়া আজ্ঞা করিলেন যে, রিলিফের কার্য্যে তাঁহার মৃত্তিকা দিবেন না। প্রাণরাম বাবু আমাদের তৎকালিক মাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড সাহেবকে এই অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব বলিলেন যে, আইনের কোনস্থলে তাহার প্রতিকার বিধান করা নাই। অতএব বিনাশ্রমে রিলিফ দেওয়া হউক। সেইমত কার্য্য হইল। যদি এইরূপ ঘটনা হইত, তাহা হইলে হয়ত আমাদিগকে আর ৭০ সালের বন্যার নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে হইত না। যাহাহউক, আমাদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। পর গ্রামের কয়েক জন লোক জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট, ঐ বাঁধ মেরামতের জন্য আবেদন করিতে যান। তাঁহাদিগের মধ্যে আমার এক কৃতবিদ্য বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা আবেদন করিলেন, সাহেব বাহাদুর, তদুত্তরে বলিলেন যে, তিনি জমীদারদিগকে ঐ বাঁধ মেরামত করিতে অনুরোধ করিবেন। আমার কৃতবিদ্য বন্ধু সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যে কয়েক জন জমীদারদের ঐ বাঁধের দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা, তাঁহাদের মধ্যে সম্প্রীতি নাই, প্রত্যুত বিরোধই আছে। তাহাতে তিনি (মাজিষ্ট্রেট) অনুরোধ করিলেও তাঁহারা ঐক্য হইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন না অথবা করিবেন না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব উত্তর করিলেন, তবে নাচার। আমার বন্ধু বলিলেন এই সৎকার্য্যে অনুগ্রহ করিয়া, গবর্ণমেণ্ট অগ্রসর হউন। এষ্টিফেন (মাজিষ্ট্রেটের নাম) সাহেব উত্তর করিলেন মহাশয়, আপনি পোলিটিকেল ইকনমি পড়িয়াছেন। আপনার মুখে এই অন্যায় অনুরোধ ভাল দেখায় না। ধন্য রাজনীতি! ইহাতে কাহার দোষ নাই, সকলি আমাদের কপালে করে। মহাশয় আরও শুনিয়াছি। যদিও একথাটি এষ্টিফেন সাহেবকে জানাইতে সাহস করিনাই—কারণ জমীদার বাবু মহাশয়েরা কথাটিকে অনিষ্টকর মনে করিতে পারেন, এবং তাহাতে আমরা—তাঁহাদের প্রজা—আমাদেরও বিশেষ প্রত্যবায় আছে--জমীদার মহাশয়েরা ডিহীমাটীয়ারির বার্ষিক রাজস্বের মধ্যে বাঁধ মেরামতের জন্য কিছু টাকা মজুরা পাইয়া থাকেন। সে টাকাটী কিসে ব্যয় হয়? এবং ব্যয় হয় কি না হয়, তাহাই বা কে সুধায়?

এবাম্ভবশম্বদ

একজনচাসা।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমাধব সিংহ ভবানীপুর ৬৷৷
" বিপিন বিহারী রায় কুমার খালি ৮
" হেমচন্দ্র রুদ্র নলহাটি ৫
" উমাচরণ মিত্র রাজমহল ১৩
" পরমসুখ রায় নাথের বাগান ৬৷৷
" রাজেন্দ্র কুমার ঘোষ বারালিয়া ২৷
" রাধাবল্লভ সিং দেব চয়া কোড় বাকুড়া ১০
" হেম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খিদিরপুর ৮
" কেশব রাম ভট্টাচার্য্য বড়বাজার ৬৷৷
" দক্ষিণা প্রসাদ বসু জশোর ১০
" তারা প্রসাদ মিত্র বনগ্রাম ৭
" ব্রজেন্দ্র নাথ দে লণ্ডন ১০৸৶১০
" গিরিশচন্দ্র মুহুরি জিতওয়ার পুর ৮
" ইন্দু নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দৌলতপুর ৮
" নকুড় চন্দ্র ভট্টাচার্য্য নিরপুর, জিয়াগঞ্জ ৪
" অভয়া চরণ চট্টোপাধ্যায় গোসাই দুর্গাপুর ৫

ADVERTISEMENT.

"Wanted for the Govt. Aided School, at Searsole, near Raneegunge, a Head Master, on a monthly salary of Rs. 70, seventy. He must be competent to teach up to the Entrance Course and must also have a fair knowledge of Chemistry and Physic.

Applications with copies of testimonials to be forwarded to Baboo Ramessur Malleah, No. 6, Cullere place, Howrah, before the 15th April next.

CALCUTTA AGENCY.

This Agency is established at Calcutta for the convenience of Rajas, Zemindars, Officers, Tradesmen and Gentlemen residing in Mofussil, in dealing at the Calcutta market. It will undertake to purchase and send with the least possible delay and with much caution all articles procurable at Calcutta and to transact business here, such as to purchase and sell Government Papers, to execute printing work, to clear and ship packages and goods, &c. &c. The ageney need hardly say that it will make all dealings and transactions with as much interest as the parties themselves.

TERMS OF BUSINESS.

The Agency charges for orders of small amount, commission at the rate of 5 per cent. On orders of larger amount at the rate of 3 per cent.

On goods and packages shipped or cleared at Calcutta a commission of 2 per cent. on invoice or declared value will be charged.

All costs of transit, exchange, freight, duty, landing and forwarding will be borne by the parties themselves.

Remittances must invariably accompany orders.

Further instructions can be had on application.

All communications and remittances to be made to the undersigned.

COLLEGE STREET,
Nemu Khansama's Lane No. 27. } BOSE & Co.
Proprietors.

বিজ্ঞাপন।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

প্রায় ১০০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

পঞ্জিকা, সমাচার সংগ্রহ, জাহাজীয় সংবাদ, আমদানি, রপ্তানি বাজার দর, খরিদ, বিক্রী, উপস্থিত গণনা, রাজ আইন, সাহিত্য-মুকুর ও বিবিধ বিষয়; এবং যত প্রকার যান বাহনের ভাড়া ও নিয়ম, ডাক, টেলিগ্রাফ, ষ্টাম্প, আদালতের খরচ প্রভৃতি নানা প্রকার আবশ্যকীয় বিষয় সকল প্রকটিত হয়। মূল্য, ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮, ষাণ্মাসিক ৪৷৷ এবং ত্রৈমাসিক ২৸

উক্ত পত্র গুপ্তযন্ত্র ২৪ নং মির্জ্জাফর্দ লেন কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

ডাক্তর অম্বদা চরণ কাস্তগিরির
বিখ্যাত ওলাউঠার ঔষধ
৯২ বৌবাজার ষ্ট্রীট।

এই রোগের যে যে লক্ষণ ও অবস্থায়, যে ঔষধ, যে যে নিয়মে, ব্যবহার্য্য, তাহা ঔষধের প্রত্যেক প্যাকেট, বা সিসির উপর, বিস্তারিত লিখিত আছে।

রোগের আরম্ভ হইতে ঔষধ যত্নপূর্ব্বক ঠিক নিয়ম মতে খাওয়াইলে, নিশ্চয় উপসম হয়। মূল্য ১ টাকা। ডাকে ১৷০।

নটনন্দিনী

শ্রী হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২২৪০ পৃষ্ঠা মূল্য ১ টাকা ডাক মাসুল ৵ আনা স্ত্রীজাতির সতীত্ব রত্ন যে অবশ্য রক্ষণীয় ইহা তাহারি একটী উপমান স্বরূপ. কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, এবং গোয়াবাগান, ১৪ নং ভবন, নূতন সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

মফস্বল কি কলিকাতার যে কোন ব্যক্তি হ্যাণ্ডনোট, বিষয় কি বাড়ী বন্ধক রাখিয়া অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ লইতে চাহেন তিনি আমাকে জানাইলে আমি তাঁহার সুবিধা করিয়া দিতে পারিব।

শ্রীউমেশচন্দ্র সরকার
নং ৯৬ রিড়নষ্ট্রিট
কলিকাতা।

কিঞ্চিৎ জলযোগ !!!

প্রহসন!!!

মূল্য ছয় আনা। ডাক মাশুল এক আনা।

কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রিট ৫৫ নং ভবনে বাল্মীকি যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

নিম্ন লিখিত পুস্তকদ্বয় কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি ও নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

লীলাবতী (১ম ভাগ)।

সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত অঙ্ক পুস্তক পাটিগণিতের অনেক সহজ সঙ্কেত ইহাতে আছে। মূল্য ৷৷০ আনা ডাক মাশুল /০ আনা।

বিজ্ঞানসার।
উপক্রমণিকা।

ইহাতে পদার্থ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, শারীর প্রকৃতিতত্ত্ব জ্যোতিষ, রসায়ণ প্রভৃতি ৬৩ খানি চিত্রসহ লিখিত আছে। ১৮৭৩ সালের ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট সমুদায় বিজ্ঞানই হইতে আছে। ২২২পৃষ্ঠা। পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

১৮৭৩ সালের বাঙ্গালা, মাইনর ও দেশীয় ভাষায় ছাত্রবৃত্তির নিমিত্ত।

জমীদারী ও মহাজনী হিসাব,
বাজার হিসাব সহিত

৪র্থবার মুদ্রিত মূল্য ।৵০

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ও বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর গণের নিকট পাওয়া যাইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।
কলিকাতা, নর্ম্মাল স্কুল।

ভ্রমকৌতুক নাটক।
সেক্সপিয়ার।

শোভাবাজার রাজবাটীতে শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের নামে পত্র লিখিবেন। মূল্য আট আনা, মফস্বলে ডাক মাশুল দুই আনা।

হিন্দু আচার ব্যবহার,

Hindoo manners and customs. Part 1. A lecture delivered at the National Society, by Mano Mohana Basu. Price 6 annas, Postage one anna.

To be had at the Sanscrit Press Depository and Madheastha Press.

জমীদারী, মহাজনী ও বাজার হিসাব. বাঙ্গলা দেশের জমিদারী. রাজস্ব ও মহাজনীয় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাঙ্গালা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের পাঠার্থ।

হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ. বি, এল কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

মূল্য ৷৷০ আট আনা। ডাকমাশুল /০ এক আনা।

১০ নম্বর ক্রাউচস্ লেন, নেড়াগির্জ্জা, নিউ স্কুলবুক প্রেসে প্রাপ্তব্য।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

অগ্রিম মূল্য।

	কলিকাতা নিমিত্ত	মফঃস্বলের নিমিত্ত
বার্ষিক	৬৷৷০	৮
ষাণ্মাসিক	৩৸০	৪৷৷০
ত্রৈমাসিক	২৷৵০	২৸০
একখণ্ড	।০	।১০

অনগ্রিম মূল্য।

বার্ষিক	৮৷০	১০

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পংক্তি

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ৵০
চতুর্থ ও ততোধিকবার /১০

গ্রাহকগণ যখন অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রোজষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাঁহারা যেন টাকায় নিয়মিত অর্দ্ধ আনা কমিসন সম্বলিত অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়ান্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিনা।

এই পত্রিকার মূল্য বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডার প্রভৃতি যাঁহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাড়ুয্যের গলি ৫২ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায়ের নামে পাঠাইবেন।

এই পত্রিকা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়।